দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 AUG 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

লক্ষাধিক ছাত্র কলেজে ভর্তি হতে পারবে না

।। আবদুল মান্নান ।।

চলতি শিক্ষাবর্ষে দেশের সরকারী ও বেসরকারী কলেজগুলোতে এক লক্ষাধিক সদ্য এস, এস, সি, পাস করা ছেলে-মেয়ে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এ বছর দেশের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ২ লাখ ৪১ হাজার ১শ' ৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রী এস, এস, সি, পাস করেছে।

শিক্ষা দফতরের একটি ওয়াকিফহাল সূত্রে জানা যায় যে, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১০৫টি সরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ১০৯টি সরকারী ডিগ্রি কলেজ রয়েছে। এ ছাড়া ৩টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১০টি ক্যাডেট কলেজ ও ১৮টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটেও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়।

এ বিষয়ে শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাত্র ১ লাখ ছেলে-মেয়ের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির আসন রয়েছে। বাকি দেড় লাখ ছেলে-মেয়ের মধ্যে ১ লাখ কোন রকমেই কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ-সুবিধা পাবে না। এদের মধ্যে ৪১ হাজার ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেবে। তারা আর পড়াশুনাই করবে না।

লক্ষাধিক ছাত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বৃহত্তর ঢাকা সিটির ৯টি সরকারী ও ২৯টি বেসরকারী কলেজে কোনমতেই ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর বেশী ভর্তি করানো সম্ভব হবে না বলে জানা যায়। মোট ১৪০টি সরকারী কলেজে গড়ে ৩শ' ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হলেও মাত্র ৪২ হাজার ছেলে-মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারী শিক্ষার সুযোগ পাবে। বাকি প্রায় ২ লাখ ছাত্র-ছাত্রী সরকারী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। তবে ২৪৭টি বেসরকারী কলেজ, ১০৯টি সরকারী ডিগ্রি ও ২৫৭টি বেসরকারী ডিগ্রি কলেজে ৬০ হাজার ছেলে-মেয়ে পড়াশুনার সুযোগ পেলেও তা কোনভাবেই ১ লাখের কোটা ছাড়িয়ে যাবে না। ওদিকে টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলোতেও ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর বেশী আসনের ব্যবস্থা নেই।

ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে ঢাকা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যালের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তার কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর প্রথম বর্ষে কলা বিভাগে ২৫০ জন, বিজ্ঞান বিভাগে ৩৭৫ জন ও বাণিজ্য বিভাগে ২৫০ জনের ভর্তির ব্যবস্থা রয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১৯৮৩-৮৪ ও ৮৪-৮৫ শিক্ষা বর্ষে ঢাকা জেলার ১৪টি সরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ২৪টি সরকারী ডিগ্রি কলেজে মাত্র ১৯ হাজার ৭ শ' ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করা সম্ভব হয়েছিল।

ভর্তি সমস্যা কিভাবে মোকাবেলা করা যায়—এ ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, যে কলেজগুলো রয়েছে, সেগুলোর সাইজ বড় করা দরকার। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান ইকনোমিক হয় না। বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সুযোগ ও অর্থনৈতিক সুবিধে বেশী হয়। এ ছাড়া সকলের কলেজে আসা উচিত হবে না। কারণ শিক্ষা গ্রহণ শেষে বেকারত্ব নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। এর জন্য অর্থকরী স্কিল (Skill) ডেভেলপ (Devolop) করা দরকার। হাতে কলমে শিখে কারিগরি জ্ঞান অর্জন করতে পারলে সেটাই ভাল হবে। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি শিল্পপতিদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। এতে করে একদিকে শিল্পপতিরা লাভবান হবেন, অন্যদিকে বেকারত্ব অনেকটা কমানো সম্ভব হবে। তার মতে শুধু সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের লাভবান করার কোন অর্থ নেই। শিক্ষার গুণগত মানন্নয়নে তিনি শিক্ষা ল্যাবোরেটরী সুবিধা ও শ্রেণী কক্ষের সুবিধার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।